“ ক ”

ভূমিকা

১. বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ এবং ১৯৭৪ সালের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইন (১৯৭৫ সালের সংশোধিত আইনসহ পঠিতব্য) এর বিধান অনুযায়ী সরকারী, আধা সরকারী ও সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রায়াত্ব প্রতিষ্ঠান সমূহের হিসাব নিরীক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের উপর ন্যস্ত করা হয়।

২. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সমূহের ঋণ চুক্তির শর্তানুসারে সময়মত অডিট সম্পন্ন, প্রতিবেদন দাখিল এবং উচ্চ পর্যায়ের তদারকি জোরদার করণের নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের পত্র নং-এম,এফ,/(প্রশা-২) ৪(৭) সিএজি/৮২/৭৭৩ তাং-৩১-১০-৮২ অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের সৃষ্টি হয় এবং ১৯৮৩ সালের মে মাস হইতে এই অধিদপ্তর অডিট কাজ শুরু করে। এই সংকলনটি মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত।

৩. এই সংকলনের প্রথম অধ্যায়ে অডিটকৃত প্রকল্প সমূহের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত বিষয়াদি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট মন্তব্য, বাজেট ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী, তৃতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি স্থান পাইয়াছে।

৪. এই সংকলনে যে সকল আর্থিক অনিয়ম, ভুলত্রুটি ইত্যাদি দৃষ্টিগোচরে আনা হইল, তাহা নিরীক্ষীত হিসাবের লেনদেনের যে অংশ পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহারই ফলমাত্র,সুতরাং মন্তব্যগুলি কেবলমাত্র উদাহরণ মূলক উহা সমস্ত লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র নহে। কোন প্রকল্পের আর্থিক শৃংখলার মান এই সংকলনে বর্ণিত সেই প্রকল্পে আর্থিক অনিয়মের পরিমাণ দ্বারা বিচার্য।

৫. সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদ এবং ১৯৭৪ সালের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইন এর ৫ ও ৬ ধারা অনুযায়ী এই রিপোর্ট তৈয়ার করিয়া মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইল।